১৫ নভেম্বর বদলাচ্ছে পুলিশের পোশাক, বিশেষজ্ঞরা বলছেন বদল চাই মানসিকতায়



সংগৃহীত ছবি

জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বিতর্কিত ভূমিকার পর ব্যাপক সমালোচনায় পড়ে পুলিশ বাহিনী। ৫ আগস্টের ঘটনার পর অনেক নিরপরাধ সদস্যের মনোবলও ভেঙে যায়। তখনই উঠে আসে পুলিশ সংস্কার ও পোশাক পরিবর্তনের দাবি। এসব বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাহিনীটির পুনর্গঠনে নানা পদক্ষেপ নেয়।

প্রথম পর্যায়ে পুলিশ, র‍্যাব ও আনসারের পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সচিবালয়ে ট্রায়ালও সম্পন্ন হয়। তবে নতুন পোশাকের রং নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় শেষ পর্যন্ত গাঢ় নীলের পরিবর্তে লোহার বা ধূসর রং নির্ধারণ করা হয়।

চলতি মাসের ১৫ নভেম্বর থেকে নতুন এই পোশাকে দেখা যাবে পুলিশ সদস্যদের। কনস্টেবল থেকে আইজিপি পর্যন্ত সবার জন্য একই রঙের ইউনিফর্ম নির্ধারিত হয়েছে।

পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন জানান, প্রথম ধাপে মহানগর, হাইওয়ে, নৌপুলিশ ও পিবিআইয়ের সদস্যদের পোশাক দেওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে সব ইউনিটেও সরবরাহ করা হবে।

LENS ASIA

অন্যদিকে, র‍্যাবের নতুন পোশাক এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বাহিনীর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, রঙ ও ডিজাইন যাচাই–বাছাই শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ততদিন কালো রঙের পুরোনো পোশাকই বহাল থাকবে।

এদিকে অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, শুধু পোশাক পরিবর্তনে বাহিনীর ভাবমূর্তি বদলানো সম্ভব নয়—প্রয়োজন মানসিকতা ও কাজের ধরণে পরিবর্তন।

অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হক বলেন, “পুলিশের নিরাপদ ও মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না হলে নতুন পোশাকের তেমন গুরুত্ব থাকবে না। জনবান্ধব পুলিশ গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাই আসল সংস্কার।”